Released 17-9-1948

জয় যাত্রা

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্স্

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের নিবেদন

জয়যাত্রা

কাহিনী : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

নীরেন লাহিড়ী

কর্ম্মীসঙ্ঘ :
গীতিকার—অজিত দত্ত
চিত্রশিল্পে—সুহৃদ ঘোষ
শব্দযন্ত্রে—গৌর দাস
সম্পাদনে—সন্তোষ গাঙ্গুলী
রসায়নে—ধীরেন দাশগুপ্ত
সহযোগী-
পরিচালনায়—মান্থ সেন ও
সন্তোষ গাঙ্গুলী
স্থিরচিত্রে—সত্য সান্ন্যাল
শিল্প-নির্দ্দেশে—বিজয় বোস
রূপসজ্জায়—প্রাণানন্দ গোস্বামী
ব্যবস্থাপনায়—শ্যাম লাহা

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনায়—হিমাংশু দাশগুপ্ত
নীরেন চক্রবর্ত্তী
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
সুনীল ব্যানার্জ্জী
চিত্রশিল্পে—অজয় মিত্র, শান্তি গুহ
বিজয় দে
শব্দযন্ত্রে—সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনে—নীরেন চক্রবর্ত্তী,
প্রণব মুখার্জ্জি
সঙ্গীত-পরিচালনায়—নিতাই ঘটক
ব্যবস্থাপনায়—কমলেশ চক্রবর্ত্তী
রসায়নে—শম্ভূ সাহা, ননী, সামান্য রায়

সঙ্গীত-পরিচালনা :

কমল দাশগুপ্ত

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

ভূমিকায় : দেবী মুখার্জ্জি, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, বেচু সিংহ, কুমার মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল চ্যাটার্জ্জি, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, সুশীল, কমলেশ

এবং

সুনন্দা দেবী, সুমিত্রা দেবী, সাবিত্রী দেবী এবং আরও অনেকে

একমাত্র-পরিবেষক :

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ
৩২-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা—১৩

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসান্সের ছবি
জয়যাত্রা

(কাহিনী)

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস। সমস্ত দেশ জুড়ে শুধু একটি ধ্বনি—'কুইট ইণ্ডিয়া!' ভারত ছাড়।

ঠিক এমনি সময় কলকাতার এক বাড়ীর দোতলার ঘরে এই গল্পের যবনিকা উঠলো। গীতা, জয়ন্তী আর কুমার—দুই বোন আর একটি ভাই। দেশ থেকে ওদের ছেলেবেলার মাষ্টার মশাই চিঠি লিখেছেন—"তোমাদের পিতা মৃত্যুকালে এক সম্পত্তি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যান। কথা ছিল, তোমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সেই সম্পত্তি তোমাদের হাতে তুলে দেব। তাই তোমাদের আহ্বান করছি।"

মাষ্টার মশায়ের আহ্বানে তারা দেশে এল। বৃদ্ধ মাষ্টার মশায় ষ্টেশনে এসে সঙ্গে করে তাদের নিয়ে গেলেন, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, দেখালেন তাদের পিতার কীর্ত্তি-কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন, স্বদেশের মুক্তির জন্যে কেমন করে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন, শোনালেন সেই কাহিনী!

মাষ্টারমশাই গীতা, জয়ন্তী আর কুমারকে নিজের বাড়ীতে এনে, তাদের পিতার সেই সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। সম্পত্তি মানে একখণ্ড কাগজ, তাতে লেখা—"ধন নয়, জন নয়, অর্থ নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, তোমাদের জন্যে রেখে গেলাম আমার অসমাপ্ত ব্রত শেষ করবার ভার।"

তারপর তারা নতুন করে সংসার পাতে তাদের পৈতৃক ভিটেয়। প্রতিবেশী পাগ্‌লাটে বিশ্বনাথ তাদের ফাইফরমাস খাটবার ভার নিজের হাতে তুলে নেয়।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের পাতায় দেখা গেল, বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা জ্যোতিপ্রকাশ জেল থেকে পালিয়ে আবার বিপ্লবের আয়োজন সুরু করেছে, আর পুলিশ তাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জয়ন্তী সেই পলাতক বীরের জন্যে মনে মনে রচনা করে শ্রদ্ধার আসন। সেটুকু গীতার দৃষ্টি এড়ায় না! সে ছোট বোনটির জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ঘটনাচক্রে জ্যোতিপ্রকাশ পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ট্রেন থেকে অন্তর্দ্ধান হয়ে

মাষ্টার মশায়ের কাছে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ বিপ্লবী মাষ্টার মশাই পুলিশ জানাজানির ভয়ে তাকে গীতাদের বাড়ীতে এনে লুকিয়ে রাখেন।

জয়ন্তীর মন দুলে ওঠে।

জ্যোতিপ্রকাশ সেইখানে থেকেই গোপনে কাজ আরম্ভ করে দিল।

জয়ন্তী বললে, আমাকে নাও তোমার পাশে।

ভাঙ্গা মন্দিবের ভেতর বসলো রেডিও ট্রান্স মিটার, সেইখান থেকে বেতারে ধ্বনিত হতে লাগলো জ্যোতিপ্রকাশের আহ্বান, স্বাধীন ভারতের আহ্বান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা দুলে উঠলো সে আহ্বানে। জ্যোতিপ্রকাশের দলের কর্ম্মীদের কাণে, পুলিশের কাণে পৌঁছল সে আহ্বান। পুলিশের লোক এসে স্থানীয় জমিদারকে জানালে যে জ্যোতিপ্রকাশ তাঁরই এলেকায় থেকে কাজ করছে। জমিদারের শিকারী রক্ত নেচে উঠলো। সে নিজেই নিলে জ্যোতিপ্রকাশকে সায়েস্তা করবার ভার।

সুরু হোলো জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে জমিদারের সংঘর্ষ। গীতা ইতিমধ্যে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে জয়ন্তী জ্যোতিপ্রকাশের আদর্শের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। জয়ন্তীকে এই সর্ব্বনাশা আহ্বান থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে গীতা নিজেই এগিয়ে এলো জ্যোতিপ্রকাশের কাজের অংশ নেবার জন্যে।

জ্যোতিপ্রকাশ গীতার মনোবলের পরিচয় পেয়েছিল আগেই। সে গীতাকে দিলে বিপ্লবী দলের প্রচারপত্র বিলি করবার ভার। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে গীতা দেখে পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়েছে।

..কে করলে এই বিশ্বাসঘাতকতা?

ঘটনা পরম্পরায় জানা গেল জ্যোতিপ্রকাশের দলের অন্যতম কর্ম্মী নরেন ঈর্ষাপরবশ হয়ে এই জঘন্য অপরাধ করেছে। দলের সভায় জ্যোতিপ্রকাশ তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করলে।

সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরেনকে করতে হোলো আত্মহত্যা, জ্যোতিপ্রকাশেরই নির্দ্দেশে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নরেন বলে গেল, আমার এই প্রায়শ্চিত্তে দেশ থেকে যেন এই মহাপাপ দূর হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরেই জ্যোতিপ্রকাশ ধরা পড়লো জমিদারের হাতে।

গাঁয়ের লোকেরা যাতে জ্যোতিপ্রকাশকে কোন রকমে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য জমিদার জ্যোতিপ্রকাশের কারাবাসের চারিদিক সুরক্ষিত করলে।

জমিদার ভেবেছিল এমনি করেই বুঝি গণ-আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করা যাবে। গণ-দেবতা যে ঠিক এই মহালগ্নেরই অপেক্ষা করছিলেন সেটুকু তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে নি।

জ্যোতিপ্রকাশ কারারুদ্ধ হবার পরেই আগুণ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যারা ভয় পাচ্ছিল, ইতস্ততঃ করছিল, তাদের জাগিয়ে তুললো, মাতিয়ে তুললো বাউণ্ডুলে বিশ্বনাথ......

তারপর কেমন করে অত্যাচারী শাসক-শক্তির প্রতীক জমিদারের দম্ভের প্রাচীর ধূলিসাৎ হোল, জনতা কেমন করে জনমনঅধিনায়ককে উদ্ধার করে আনলো, তাদের মাঝখানে আর এই অভিযানে বৃদ্ধ বিপ্লবী মাষ্টার মশাই কেমন নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণ দিলেন, সেটুকু ছবির পর্দ্দায় দেখুন।......

(গান)

উত্তাল পবনে চরণ ফেলে
দূরের পথিক তুমি কে আজ এলে
ঝঙ্কারে কর তুমি জয়—
দুর্গম পথে নির্ভয়—
দূর করে এস সংশয়, হৃদয়ের দীপ্তি জ্বেলে।
মরণ তোমারে করে নতি,
মহাকাল বন্ধু তোমার যুগ হতে
যুগে তব গতি
বিপথে তোমার অভিসার
বিঘ্নের কণ্টক যত
হে বীর তোমারি পদানত
দুঃখের কর উন্নত শান্তিরে চরণে ঠেলে।

(২)

যদি আসিলে কাছে তবু রহিলে দূরে
তাই হিয়া কাঁদে মোর আজি বিরহ সুরে ॥
তুমি আশার সীমা যেন দূর নীলিমা
তবু তোমারি তরে মিছে নয়ন ঝুরে ॥
তুমি স্বপনে এসে যদি জাগালে এমন
কেন দিলেনা ধরা যবে এলো জাগরণ ॥
শুধু মিনতি প্রিয় পাশে বসিতে দিও
বহি তোমারি ছবি মম হিয়া মুকুরে।

(৩)

লগ্ন এলো
এলো ঐ লগ্ন এলো ॥
হে পথিক সব ভেঙ্গে তোর
মরণ পথে চলতে হবে ॥
দুঃখ জয়ের মন্ত্রটীকে
কপালে তুই নেরে লিখে ॥
পায়ে তোর হাজার কাঁটা দলতে হবে
প্রাণের শিখায় মরবে পুড়ে তুচ্ছ যত ভয়
ঘরের মায়া সুখের ছায়া
তোদের তরে নয়—তোদের তরে নয়
কথা তোর একই সুরে বিশ্বজুড়ে বলতে হবে।

(৪)

হুশিয়ার হুশিয়ার,
হুশিয়ার ভাই হুশিয়ার ভাই হুশিয়ার,
সমুখে যাত্রী তিমির রাত্রি হের ওই হের ওই
মেলে বিষাক্ত ফণা তার ॥
ঘর ভেঙ্গে যায় ভাষা হয় মূক
হতাশ ব্যথায় ভেঙ্গে যায় বুক ॥
তবুও নয়নে প্রদীপ জ্বালায়ে
পথে হতে হবে আগুসার ॥
নিরাশার ঝড় আসে যদি ঘোর
তবু যেতে হবে আগে ॥
খুলে যাবে দ্বার মিলিত পরাণে
বন্যা যখন জাগে ॥
হের ওই দেখা যায়, ঐ দেখা যায়
প্রভাত তোরণে
আঁধার লুকায় আলো জাগরণে।
পথ ডাকে আয়, ওরে তোরা আয়

(৫)

আগে চল, আগে চল, আগে চল
মুক্তি পথের বীর পদাতিক যাত্রীদল, যাত্রীদল
মরণ তোরা চল্‌রে দলে চল্‌রে দলে
ভাবনা বিহীন চরণ তলে, চল্‌রে দলে ॥
বেদন বরণ সকল সাধন
হোক সফল ॥
জয়পতাকা বক্ষে বয়ে
এগিয়ে চলার ক্ষণ এলো এ ॥
শিকল দেবীর পাষাণ বেদী
শিকল দেবীর পাষাণ বেদী নয় অটল ॥

মুক্তি পথে!

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নিবেদন

রাঙামাটি

পরিচালনা : প্রণব রায়
সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত
চিত্রশিল্পী : অজয় কর
রূপায়ণে : চন্দ্রাবতী,
শিপ্রা দেবী, সুপ্রভা,
সত্য চৌধুরী, জহর, বুদ্ধদেব
প্রভৃতি।

[illegible] ছায়া মন্দিরের চিত্র

[illegible]

পরিচালনা : বিনয় ব্যানার্জী
রূপায়ণে : শিপ্রা দেবী, শান্তা,
রবীন মজুমদার, তুলসী
লাহিড়ী, হরিধন প্রভৃতি।

[illegible] ফিল্মসের

সত্যাগ্রহী

পরিচালনা : কালীপদ ঘোষাল
সঙ্গীত : অমর দত্ত
রূপায়ণে : অহীন্দ্র, ইন্দু, অমর
মল্লিক, মিহির, মলিনা,
নীলিমা, রাণীবালা, সুপ্রভা
প্রভৃতি।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ-এর তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা মাত্র